ফ্রেইন্ডশীপ গ্যাদারিং নং ৮ – সারসংক্ষেপ

আপনার অসাধারণ প্রশ্ন: ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

আমাদের উত্তর: এর সবকিছু হজরত ঈসা মসিহ সম্পর্কে!

- **ইউহোন্না ১০:২৩-৩০** তখন শীতকাল। ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে বাদশাহ্ সোলায়মানের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় ইহুদী নেতারা ঈসার চারপাশে জমায়েত হয়ে বললেন, "আর কত দিন তুমি আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? **তুমি যদি মসীহ্ হও তবে স্পষ্ট করে আমাদের বল।**" ঈসা জবাবে বললেন, "**আমি তো আপনাদের বলেছি**, কিন্তু আপনারা ঈমান আনেন নি। আমার পিতার নামে আমি যে সব কাজ করি সেগুলোও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু আপনারা ঈমান আনেন নি, কারণ আপনারা আমার ভেড়া নন। আমার মেষগুলো আমার ডাক শোনে। আমি তাদের জানি আর তারা আমার পিছনে পিছনে চলে। **আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই।** তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না। **আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন,** তিনি সকলের চেয়ে মহান। কেউই পিতার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে না। আমি আর পিতা এক।"

এটা ভালভাবে বলা হয়েছে যে মসিহ-অনুসারীরা (সাহাবি) ছিলেন প্রথম মানুষ যারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, অকল্পনীয়-মানুষের মনের সত্য, সৃষ্টিকর্তা তাদের এত ভালোবাসতেন যে তিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে তারা পুনরুদ্ধার হতে পারে। এটি তাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রেমময় পারিবারিক সম্পর্ক চিহ্নিত করে।

অন্যান্য সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থা এমন একজন দেবতা দ্বারা তৈরি করা যিনি **তাদের সম্পর্কে চিন্তা করেন না** বা এমন একজন দেবতা **যিনি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আনুগত্য দাবি করেন।** এই দেবতারা তাদের তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞ, বেদনা ও কষ্টের অনেক কিছু দাবি করেন। মসিহের অনুসারী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থা কাজ এবং ভয়ের উপর ভিত্তি করে। এই সিস্টেমের অনুসারীদের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যাতে তারা বিচারের দিনে তাদের সাথে সাওয়াব আনতে পারে। সেই দিনে তাদের সমস্ত কাজ এবং ত্যাগকে কিছু স্কেলে বা ভারসাম্যের মধ্যে **ওজন** করা হবে, যে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের খারাপ কাজগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে কিনা। অন্য প্রতিটি ধর্মীয় ব্যবস্থা বা আদেশের অনুসারীরা কখনই কোন আশ্বাস দেয় না যে তারা যথেষ্ট ভাল কাজ করেছে! এই অনুসারীদের প্রত্যেককে অবশ্যই খুব ভয়ের সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে কারণ তারা জানতে পারে না যে তাদের কাছে বেহেস্ত বা দোজখ অর্জনের জন্য "**পর্যাপ্ত পরিমাণ ভালো কাজ" আছে কিনা।**

- পয়দায়েশ ১:২৬ তারপর আল্লাহ্ বললেন, "আমরা **আমাদের মত করে** এবং আমাদের সংগে **মিল রেখে** এখন মানুষ তৈরী করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর রাজত্ব করুক।"

ঈসা মসিহ, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে শুধুমাত্র আপনাকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেননি, কিন্তু **তিনি আপনাকে এত ভালোবাসেন যে তিনি আপনার জন্য মারা গিয়েছিলেন** যাতে আপনি তাঁর সাথে বেহেস্তে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারেন।

আল্লাহ পিতার প্রতি এই ভালবাসা আল্লাহর নিজের পুত্র হজরত ঈসাকে তাদের পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের জায়গায় মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছিল। আল্লাহর পুত্র আনন্দের সাথে দুঃখভোগ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন সমস্ত ভাঙা পরিবারের সদস্যদের এই পুনর্মিলনটি সম্পন্ন করার জন্য, যারা কেবল হজরত ঈসাকে বিশ্বাস করবে, নির্ভর করবে এবং তাকে অনুসরণ করবে।

কিতাবুল মোকাদ্দাসের অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল **যা তার বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের প্রতি আল্লাহর উপরোক্ত ভালবাসা এবং আল্লাহর পরিবারের হারিয়ে যাওয়া ও বিচ্ছিন্ন সদস্যদেরকে** বাঁচানোর জন্য হজরত ঈসার মৃত্যুর সত্যতা ঘোষণা করে তাদের পবিত্র পরিবারে ফিরে আসার জন্য/ সম্পর্ক:

- ইউহোন্না ৩:১৬-১৭ "**আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন**, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আল্লাহ্ মানুষকে দোষী প্রমাণ

করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন **পুত্রের দ্বারা নাজাত পায়** সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

- রোমীয় ৫:৬-১১ যখন আমাদের কোন শক্তিই ছিল না তখন ঠিক সময়েই **মসীহ্ আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়হীন মানুষের জন্য,** অর্থাৎ আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন। কোন সৎ লোকের জন্য কেউ প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি অন্যের উপকার করেন সেই রকম লোকের জন্য হয়তো বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে। **কিন্তু আল্লাহ্ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে**, আমরা গুনাহগার থাকতেই মসীহ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তাহলে মসীহের রক্তের দ্বারা যখন আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে তখন আমরা মসীহের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নিশ্চয়ই রেহাই পাব। আমরা যখন আল্লাহ্‌র শত্রু ছিলাম তখন তাঁরই পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর সংগে আমাদের মিলন হয়েছে। এইভাবে মিলন হয়েছে বলে মসীহের জীবন দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই নাজাত পাব। কেবল তা-ই নয়, যাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌র সংগে আমাদের মিলন হয়েছে সেই হযরত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌কে নিয়ে আমরা আনন্দও বোধ করছি।

হজরত ঈসা মসিহে বিশ্বাস করতে আসা যেকোন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রথম আধ্যাত্মিকভাবে "নতুন জন্ম" হতে হবে যাতে হজরত ঈসা মসিহকে আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টধর্মই সঠিক পথ এমন ঈমান থাকতে হবে।

এই সত্যের সাথে শুধু মনই জড়িত নয় **বরং ইচ্ছা ও আবেগ** (ব্যক্তিত্ব)ও জড়িত।

আমরা আশা করি আপনার এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য "আল্লাহর প্রেম" এর উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে: আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে খ্রিস্টধর্ম বা ইসলাম সত্য পথ?

খ্রিস্টধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মীয় আদেশ বা ব্যবস্থায় [এই ধরনের সমস্ত ব্যবস্থা আল্লাহ নয় মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত] অন্য কোন দেবতাকে তার সৃষ্টির জন্য ভালবাসা এবং মৃত্যু ঘোষণা করা হয় না।

মসিহ-অনুসারীদের তাদের নিজস্ব "পবিত্রতা বা ভাল কাজ" তাঁর ভালবাসা এবং স্নেহ দ্বারা **উপার্জন** করতে হবে না। আল্লাহ পিতা এবং আল্লাহর পুত্র ইতিমধ্যেই আমাদের জন্য কোরবানি হয়েছেন এবং আমাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে আমাদের জন্য চিরকালের জন্য তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করেছেন যাতে আমরা পবিত্র আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারি এবং চিরকাল তার সাথে নিখুঁত আনন্দ, শান্তি এবং আনন্দে বসবাস করতে পারি।

সারাংশ: নিম্নলিখিত দুটি সমালোচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা আপনার খ্রিস্টধর্ম বনাম ইসলাম প্রশ্নের সঠিক উত্তরের আগে থাকতে হবে: **১) হজরত ঈসা কি সত্য নাকি মিথ্যা নবী? ২) আপনার কী নতুন জন্ম হয়েছে?**

সত্যিই, এর সবকিছু হজরত ঈসা সম্পর্কে!

আপনার বন্ধুরা - WIFM ক্যাম্পাস

- ১ ইউহোন্না ৫:১২-১৩ ইব্‌নুল্লাহ্‌কে যে পেয়েছে সে সেই জীবনও পেয়েছে; কিন্তু ইব্‌নুল্লাহ্‌কে যে পায় নি সে সেই জীবনও পায় নি। তোমরা যারা ইব্‌নুল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছ, তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।

পার্ট II - আগামী সপ্তাহে হজরত ঈসা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য জানবো।